কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা খুব বেশী দিনের কথা নয়। অর্ধশতাব্দী পুর্বেও এই ধারণা বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশে গ্রহণযোগ্য ছিল না। শিল্প বিপ্লবের পুর্বে আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বতন্ত্যবাদের ছিল জয়-জয়কার। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং পরবর্তী সময়ে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে শুধুমাত্র মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই সময়ে বেশকিছু অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিষয়টি জোরালোভাবে তুলিয়া ধরেন। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক A.C. Pigou তাঁহার "Economics of Welfare" এবং Lord Beveridge তাঁহার "Full Employment in a Free Society" পুস্তকে জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুস্পষ্ট মতামত তুলিয়া ধরেন। তাঁহারা যেসব ব্যবস্থার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন ঐগুলির মধ্যে নিম্নোক্তসমূহ হইতেছে গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করা দরকার।

২। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বেসরকারী এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমন্বয় বিধান রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হওয়া উচিত।

৩। মুনাফালোভী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের শোষণ হইতে সাধারণ লোকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উৎপাদন, বাজার ও মূল্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখা দরকার।

৪। জাতীয় উৎপাদন যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের একটি অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত।

৫। সম্ভাব্য বিদেশী অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিরোধ এবং একই সাথে বাণিজ্যের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতির স্বার্থে বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত।

৬। সমাজের সাধারণ লোকদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, গৃহ-সংস্থান ইত্যাদির সুযোগ বৃদ্ধি করা।

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, উপরোক্ত ধরনের ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন কোন রাষ্ট্রের দরকার হইবে না। কেননা এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র হইবে কল্যাণকামী।

এই কথা অনেকে জানেন না যে, কৌটিল্য তাঁহার 'অর্থ শাস্ত্রে' মুক্ত বাজার ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নাই। আজ কল্যাণকর রাষ্ট্রের যে ধারণা আমরা পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের লেখায় পাই এবং তাহা গলধঃকরণের চেষ্টা করি কৌটিল্যের বর্ণিত কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় ধারণা তাহার চাইতে কোন

অংশে কম নয়। কৌটিল্য যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুমোদন করেন তাহাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে। তদুপরি তিনি বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিয়াছেন। পাশাপাশি সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক বীমা (social insurance) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ 'অর্থশাস্ত্রে' পাওয়া যায়।

কৌটিল্য বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, খনি, পানিসেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে বলিয়া অর্থশাস্ত্রে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে দেশের খনির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত ছিল। খনি পরিচালনার জন্য রাজার মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক থাকিত। খনি হইতে হীরা, পান্না ইত্যাদির মত মূল্যবান ধাতু উত্তোলন এবং উহাদের বাছাই ও মানোন্নয়নের জন্য লোক নিয়োগ ও তাহাদের কাজের সমন্বয় সাধন করা ছিল তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব। আধুনিক যুগে কোন খনি শিল্পের জেনারেল ম্যানেজার যে ধরনের দায়িত্ব পালন করেন, কৌটিল্যের যুগে খনির তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব ছিল প্রায় একই রকম।

কৌটিল্যের সময় দেশের বিস্তীর্ণ আবাদ-যোগ্য কৃষি জমির এক উল্লেখযোগ্য অংশ রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে ছিল। এইসব জমির চাষাবাদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য রাজা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সে যুগে পানি সেচের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রীয় খরচে দেশের বিভিন্ন স্থানে পানি সেচের সুবিধার্থে খাল, পুকুর, কুয়া ইত্যাদি খননের জন্য কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্রে' সুপারিশ করেন। এইরূপ সুবিধা শুধু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমির জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাহাদের জমির চাষাবাদের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিত। আধুনিক যুগে বিশ্বের অনেক দেশে সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পানি সেচের ব্যাপারে ভর্তুকি প্রদান করেন। কম পয়সায় পানি সেচের এইরূপ সুবিধা কৌটিল্য বহু পূর্বেই সুপারিশ করিয়াছেন। সুতরাং বলা যায় কৃষি-খাতে ভর্তুকি দেয়ার যে ব্যবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত, তাহা বহু পূর্বে এই উপমহাদেশেই বর্তমান ছিল। এইরূপ ব্যবস্থা কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার সাথে অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমির চাষাবাদ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনসম্পদ ও মূলধনের অভাব দেখা দিলে রাজা কর্তৃক নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক তাহা খাজনার ভিত্তিতে প্রজাদের (কৃষকদের) নিকট বন্টন করিত। জমির এইরূপ বন্টনের ব্যাপারে সমাজের অবহেলিত ও অনুন্নত শ্রেণীর লোক-জনদের (যেমন বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণীর লোক) অগ্রাধিকার প্রদানের সুপারিশ কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মনে হয় কৌটিল্যের এইরূপ মতবাদের জন্য মৌর্য এবং পরবর্তী যুগেও চাষাবাদ ও নূতন জমির উন্নয়নের ব্যাপারে সমাজের শূদ্র শ্রেণীর লোকজনদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিধান প্রবর্তিত হয়। ★

কৌটিল্য বন সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে রাখার সুপারিশ করেন। মৌর্যযুগে যুদ্ধের বাহন

★ পাঠকগণ শূদ্র বলিতে সনাতন ধর্মে মানুষের কোন শ্রেণীভেদ নাই। সমাজে যাহারা কৃষি পশুপালন ইত্যাদি ধরনের কাজে দক্ষ/পটু ছিল তাহাদেরকে শ্রম বিভাগ অনুযায়ী শূদ্র নামে অভিহিত করা হইত মাত্র।

হিসাবে হাতির অত্যন্ত কদর ছিল। ফলে ঐসময় যে সব বনে হাতি বসবাস করিত সেগুলির একচেটিয়া মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত ছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য কৌটিল্য সুপারিশ করেন। অস্ত্র নির্মাণ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান ধাতুর অলঙ্কার প্রস্তুতকরণ, চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, মৃৎ ইত্যাদি শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হইত। রাষ্ট্রের পক্ষে এইসব শিল্পের পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ব্যবসা বাণিজ্যে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পে প্রস্তুতকৃত পণ্য এবং বিদেশ হইতে আনীত পণ্যাদির একাংশ সরকারী এজেন্সীর মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অবশ্য বিদেশ হইতে আমদানিকৃত পণ্য সরকারের নির্ধারিত মূল্যে বেসরকারী ব্যবসায়ীরাও বিক্রি করিতে পারিত। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দেখাশুনার জন্য রাজা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতেন। তদুপরি যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রায় এক চেটিয়া অধিকার ছিল। রাজকীয় নৌকা এবং জাহাজে পণ্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এইসব ব্যবস্থা Pigou এবং Lord Beveridge-এর কথিত কল্যাণকর রাষ্ট্রীয় ধারনার সাথে যে সঙ্গতিপূর্ণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের বিষয় হইতে এই কথা ভাবা ঠিক হইবে না যে কৌটিল্যের নির্দেশিত রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক ধরনের ছিল। কেননা তিনি অর্থশাস্ত্রে বেসরকারী খাতেও বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। আসলে এক অর্থে কৌটিল্য আধুনিক যুগে যাহা মিশ্র অর্থনীতি হিসাবে পরিচিত, উহার সমর্থক ছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বলিয়া যদি কোন লোককে অভিহিত করা যায় তবে কৌটিল্যকে হয়তো এই নামে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। কৌটিল্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার ব্যাপারটি স্বীকার এবং সুপারিশ করিয়াছেন। তবে তাহা অবাধ এবং একেবারে নিঃশর্ত নয়। অর্থাৎ অবাধ অর্থনীতির প্রবক্তা Adamsmith-এর কথিত "invisible hand" কৌটিল্যের লেখায় পাওয়া যায় না। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা ত্রিশদশকের অর্থনৈতিক মন্দার পর মিশ্র অর্থনীতির সপক্ষে যে মত প্রকাশ করেন এবং উহার জয়গানে লিপ্ত হন, তাহার বাস্তবরূপ দুই হাজার বৎসরেরও বেশী পূর্বে কৌটিল্য নির্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং আধুনিক মিশ্র অর্থনীতির প্রবক্তা বলিয়া পাশ্চাত্যের কোন কোন অর্থনীতিবিদ আত্মতুষ্টিতে ভুগিতে পারেন বটে, কিন্তু এই উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করে যে কৌটিল্যই প্রথম ব্যক্তি যিনি মিশ্র অর্থনীতির প্রাথমিক রূপরেখা নির্দেশ করিয়াছিলেন, অথচ পরিতাপের বিষয় এই মহান অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও কূটনীতিজ্ঞের মূল্যায়ন আমরা করি নাই বা করিতে পারি নাই। পাশ্চাত্যের দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা, সমাজ সংস্কারক ও অর্থনীতিবিদরা এই উপমহাদেশের প্রাচীন মনীষীদের বহু অবদান নিজেদের ঢঙে নূতন আঙ্গিকে দাঁড় করাইয়াছেন। আর আমরা তাহাদের কথিত বক্তব্যই সাদরে এবং সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছি। নিজেদের গৌরবময় অতীতের দিকে তাকানোর মত সময় আমাদের কোথায়?

কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে একেবারে অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ বিহীন বেসরকারী খাতের কথা বলেন নাই। তবে তিনি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকাকে খাটো করিয়া দেখেন নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দেশের চাষাবাদযোগ্য জমির

এক বৃহৎ অংশ ব্যক্তিমালিকানাধীনে ছিল। এমনকি যে সব খনির উত্তোলন ব্যয় বেশী ছিল সেগুলি ব্যক্তিবর্গের নিকট হয় শেয়ার নতুবা খাজনার ভিত্তিতে লীজ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপারে বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ছিল। তবে পাশাপাশি মুনাফালোভী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইন-কানুন প্রচলন করা হয়। কৌটিল্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বেসরকারী উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সাথে কৌটিল্যের এই ধারণার অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। তিনি কৃষিজমি পতিত রাখার বিরুদ্ধে ছিলেন। কোন কৃষক জমি চাষাবাদ না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে তাহা চাষাবাদে আগ্রহী অন্য কোন কৃষকের নিকট লীজ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে কৃষি উৎপাদন মূলত মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিত। প্রকৃতির উপর এইরূপ অত্যধিক নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্রে' পানিসেচ ব্যবস্থার উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে খাল খনন, জলাধার নির্মাণের সুপারিশ করেন। আবার তৎকালীন সময়ে সংঘবদ্ধ গ্রামের লোকেরা এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে জমি, বাঁশ এবং অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকী প্রদানের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। যে সব গ্রামীণ সমবায় সমিতি বা কৃষকবর্গ এইসব কাজ করিত পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য তাহাদের কর হ্রাস করার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে পুরাতন জলাধার সংস্কার বা পরিষ্কার করার পুরস্কার হিসাবে তিন হইতে চারি বৎসরের জন্য রেয়াতী হারে কর প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। আবার দুঃসময়ে এইসব গ্রামের জন্য রাষ্ট্রীয় ধান, কৃষিবীজ এবং শস্য অনুদান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এই সমস্ত কল্যাণকর ব্যবস্থা কৌটিল্যের সুপারিশেই মৌর্য শাসনামলে আরম্ভ হয়।

বন ও পশুপক্ষী সংরক্ষণের ব্যাপারেও কৌটিল্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার সময়ে পশুপালন ও উহার উন্নয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্র গো-চারণ ভূমির ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। প্রজনন সময়কালে পশুপক্ষী হত্যার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কৌটিল্যের সুপারিশে চন্দ্রগুপ্ত চালু করেন এবং পরবর্তী সময়ে এইসব ব্যবস্থা সম্রাট অশোকের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে কৌটিল্যের অনুসৃত নীতিমালার সাদৃশ্য এখানেও প্রতিভাত হয়।

কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে নিয়োগ সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। তাঁহার কথিত রাষ্ট্রে নিয়োগের ব্যাপারটি ছিল চুক্তিবদ্ধ। কর্মচারী ও নিয়োগকারীর মধ্যে এই ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উহার প্রভাব খাটাইত। এমনকি রাষ্ট্র মজুরীর হার এবং উহার পরিশোধের পদ্ধতি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিত। কোন নিয়োগকারী কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ না করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইত। অর্থনীতির ছাত্রমাত্রেই জানেন যে মজুরী নির্ধারণের উপরোক্ত পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীতে চালু হয়। এই ব্যাপারে Lord Keynes-সহ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা ইতিমধ্যে অনেক বাহ্‌বা পাইয়াছেন। অথচ এই উপমহাদেশেরই কৌটিল্য কতকাল আগে এই ব্যবস্থার সুপারিশ এবং কার্যকরণের যে বাস্তব পন্থা তুলিয়া

ধরিয়াছিলেন তাহার খোঁজ কে রাখে? অর্থনৈতিক দর্শন ও নিয়ম-নীতির উপর পাশ্চাত্যের উপর অন্ধ নির্ভরশীলতাই ইহার জন্য দায়ী। এই জন্যই আমরা আজও নিজেদের উপযোগী অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করিতে পারি নাই; পাশ্চাত্যের উদ্ভাবিত (পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ এই উপমহাদেশের প্রাচীন অনেক মালমশলা সংগ্রহ করিয়া উহার কিছুটা সংস্কার সাধনের মাধ্যমে নূতন নামে উপস্থাপন করিয়াছেন—এমন প্রমাণ যথার্থ ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে) নিয়ম-নীতিকেই আমরা (তাহা ভাল বা মন্দ হউক) শর্তহীনভাবে গ্রহণ করিয়াছি এবং করিতেছি।

শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের জন্য সুস্থ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কৌটিল্য অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার সময়ে সরকারী ফ্যাক্টরীতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের উপর অর্পিত ছিল। এমন কি মহিলা শ্রমিকদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক ধরনের অনুপ্রেরণা প্রদানের তিনি সুপারিশ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সেই যুগে মহিলা শ্রমিকদেরকে ফুল বা সুগন্ধি (scents) প্রদানের মাধ্যমে কাজে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থাই পরোক্ষভাবে নির্দেশ করে যে কৌটিল্য কর্মক্ষেত্রে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের সপক্ষে ছিলেন।

মজুরীর ব্যাপারে কোন বিরোধ দেখা দিলে উহার সমাধানের জন্য কৌটিল্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি অথবা উহার অভাবে স্থানীয় পর্যায়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে মিটানোর ব্যাপারে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় কৌটিল্যের রাষ্ট্র কাঠামোর নিয়োগকারীদের যে কোন সম্ভাব্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান ছিল। আধুনিক রাষ্ট্রে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষার জন্য যে-সব ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাদের তুলনায় দুই হাজার বৎসরেরও বেশী পূর্বে কৌটিল্যের উপরোক্ত ব্যবস্থাদি কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

কৌটিল্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেন। তাঁহার সময়ে ব্যবসায়ীদেরকে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত বাটখারা ব্যবহার করিতে হইত। ফলে পণ্যের ওজন বা মাপের ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিলে সাধারণ ক্রেতাদেরকে ঠকানোর সুযোগ খুব কমই পাইত। পণ্য বিক্রয়ের উপর রাষ্ট্র নির্দিষ্ট হারে টোল (toll—এক ধরনের কর) আরোপ করিত। ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবাদির জন্য অথবা বিবাহের উপহার হিসাবে কোন পণ্য ক্রয় করিলে উপরোক্ত কর প্রদান করিতে হইত না। ভোক্তার সুবিধার্থে এবং দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক পণ্যের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অস্ত্রপাতি, ধাতব দ্রব্য, মূল্যবান পাথর, শস্য বা গবাদিপশু আমদানির অনুমতি কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রদান করা হইত না। অর্থাৎ এইসব দ্রব্যের বেসরকারী আমদানি বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত ছিল না। মোটকথা যেসব দ্রব্য দেশে লভ্য নয় অথচ সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় সেগুলি কৌটিল্য বিনা শুল্কে আমদানির পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে সামাজিকভাবে অনিষ্টকর পণ্যের আমদানি একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্য তাঁহার আমলে বিদেশ হইতে ঔষধ আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অথচ যে কোন ধরনের বিষ, মদ ইত্যাদি আমদানি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমদানি-নীতি সম্পর্কে যে-সব কথা বলা

হইয়াছে উহার মূল বক্তব্য R. P. Kangle তাঁহার "Kautilya's Arthasastra" এর দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : "Whatever causes harm such as poison or alcohol or is useless to the country will be shut out; whatever is of immense good like seeds and medicines not easily availabie shall be let in free of toll." এইভাবে কৌটিল্য আধুনিক যুগে অনুসৃত নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য নীতি সম্পর্কে বহু পূর্বেই দিক নির্দেশ করিয়াছিলেন। সমাজের জন্য যাহা কল্যাণকর সেইসব দ্রব্যের আমদানির ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ থাকার দরকার নাই। অথচ সমাজের কল্যাণ হ্রাস করে এমন দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধ থাকা একান্তই দরকার—কৌটিল্যের এই নীতি আধুনিক অর্থনীতিবিদদের নির্দেশিত বাণিজ্য-নীতি অপেক্ষা কোন্ অংশে ন্যূন? Lord Beveridge কল্যাণরাষ্ট্রের বাণিজ্য-নীতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখেন তাহার সঙ্গে কৌটিল্যের উপরোক্ত বক্তব্যের মিল রহিয়াছে :

"Proper volume of foreign trade is a national rather than interests of any particular industry. It must be regarded as one of the responsibilities of the state. The government was to give sufficient inducement to private traders to export or to have itself a hand in export business."

(চলবে)